চারি আর্যসত্য

আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র
চট্টগ্রাম

বিদর্শনাচার্য তেমিয়ব্রত রড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

উৎসর্গ

বুদ্ধ শিখায় উজ্জীবিত
নির্বাণ পথের পথ প্রদর্শক
দুর্লভ কল্যাণমিত্র
আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয়
প্রয়াত শ্রীমৎ বোধিপাল শ্রামণ

তথাগত বুদ্ধের আবিস্কৃত
নির্বাণ পথের আলোড়ন সৃষ্টিকারী
আর্যমাতা বিদর্শনাচার্য প্রয়াত
রাণুপ্রভা বড়ুয়া

নির্বাণ কামনায়-

গ্রন্থকার

CHARI ARJASATYA

By

VIPPASSANA MEDITATION TEACHER TEMIYA BRATA BARUA

চারি আর্যসত্য

প্রকাশ কাল –
প্রথম প্রকাশ ঃ ১২ই চৈত্র১৪১২ বঙ্গাব্দ ২৫৪৯বুদ্ধাব্দ।
২৬শে মার্চ ২০০৬ সাল

কল্যাণমিত্র বিদর্শনাচার্য প্রয়াত
শ্রীমৎ বোধিপাল শ্রামণ মহোদয়
এর
তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী
উদযাপন অনুষ্ঠান।

প্রকাশনায় –
বোধিপাল আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র।
বিদর্শনাচার্য আর্যমাতা আর্যশ্রাবিকা প্রয়াত
রাণুপ্রভা বড়ুয়ার দাহক্রিয়ার স্থান।
বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৬৭২০২৬।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **সাধিকা কুমারী লাভলী বড়ুয়া**
মুদ্রণে ঃ **ওসাকা আর্ট প্রেস,**
৭, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র।
শ্রদ্ধাদান ঃ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

নিবেদন

২৫৯৪ বছরের মধ্যে জগতে একটি মাত্র বুদ্ধ বা জ্ঞানীর আবির্ভাব। তিনি প্রাণীদের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য ও নির্বাণের জন্য একটি ধর্ম বা সত্য পথের আবিস্কার করেছেন। যে ধর্মের মধ্যে আছে সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, দয়া, দুঃখ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা এবং নির্বাণ প্রাপ্তি, সে ধর্মের প্রাপ্তিতে নিজেকে আর্যত্বে পরিণত করা যায়। সেই আর্য হবার উপকরণ রয়েছে এ ধর্মে। বুদ্ধের মতে আর্যদের এ ধর্মে উপকরণ চারটি যথা-দুঃখ আর্য সত্য, দুঃখ সমুদয় (কারণ) আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় (মধ্যম পথ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) আর্য সত্য। এ চারটি উপকরণ ছাড়া বুদ্ধের ভাষায় বুদ্ধের ধর্ম হতে পারে না। এ চারি আর্যসত্য নিয়েই বুদ্ধের মূল দর্শন।

এ আর্যসত্য শুধু মাত্র আর্যদের ক্ষেত্র। আর্য ব্যতীত অন্যদের এ আর্যসত্য বুঝার সাধ্য নাই। বুদ্ধের ধর্ম পরমার্থ জ্ঞানের বিষয় যা লৌকিক বিষয় নয়। লৌকিক ধর্মের মধ্যে আছে অকুশল বা পাপ, কুশল বা পুণ্য। কুশলাকুশল ধর্ম দ্বারা অকুশল সংস্কার, কুশল সংস্কার ও আনেঞ্জা সংস্কার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরমার্থ বা বুদ্ধের ধর্ম বা বিদর্শন ভাবনায় কোন সংস্কার সৃষ্টি হয় না। তাই বুদ্ধের ধর্ম–"একায়নো মগ্গো"–একটি মার্গ তা বিদর্শন ভাবনা। বিদর্শন ভাবনা আচরণে বিদর্শন ভাবনার জ্ঞান যতটুকু লাভ হয় চারি আর্যসত্য জ্ঞান ও ততটুকু লাভ হয়। পঠনে অনেক সময় উপলব্ধি হয় না। তাই এ আর্যসত্য উপলব্ধির জন্য গবেষণা প্রয়োজন। কাজেই কোন বিষয় অজানা থাকলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

রাউজান নিবাসী মনোরঞ্জন বড়ুয়া দর্শন সাগর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের নিকট দর্শন শিক্ষা লাভ করে মনোরঞ্জন সাধু হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মনোরঞ্জন সাধু বুদ্ধগয়ায় বিশ্বনন্দিত বিদর্শনাচার্য পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো মহোদয়ের নিকট হাজির হয়ে বোধিপাল শ্রামণ নাম ধারণ করে বিদর্শন ভাবনায় বসেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো মহোদয়ের মতে, "বোধিপাল শ্রামণ মহোদয় দু'দিন অসহ্য কষ্ট এবং ছট-ফটানি দুঃখ সহ্য করেন যা আমার এখনও মনে উঠলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়।" এমন কষ্ট ও দুঃখ ছিল যে শ্রামণ মহোদয়ের ভাবনার প্রতিবেদন শুনে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে আমৃত্যু পর্যন্ত যেন ভাবনার কার্যক্রম চালিয়ে নেন। এমনকি ভাবনায় মৃত্যু হলেও সেই মৃত্যু শ্রেয়। এমতাবস্থায় পরম পূজনীয় বোধিপাল শ্রামণ মহোদয় শ্রামণ্য ও প্রব্রজিত জীবন পরম সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং মানব জনম ধন্য করেছেন বলে পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো মহোদয় মন্তব্য করেছেন।

এ মহাপুরুষ আর্যশ্রাবক গত ২৭শে মার্চ ২০০৩ খৃষ্টাব্দ অত্র ভাবনা কেন্দ্রে মহাপ্রয়াণ করেছেন। এহেন মহাপুরুষের তিরোধানে প্রতিবৎসর এ তিথিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ বৎসরও বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এ তিথিটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। তাঁর এ বৎসর তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে বুদ্ধের মূল ধর্ম 'চারি আর্যসত্য' ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। অনেকে বুদ্ধের ধর্মকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। এমনকি অনেক সাধক, বিদর্শনাচার্য শমথ ভাবনা ছাড়া বিদর্শন ভাবনায় লাভ হয় না বলে মন্তব্য করেন যা' বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ হিসাবে পরিগণিত হয়। শমথ ভাবনা লৌকিক ভাবনা যা কুশল কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। আর বিদর্শন ভাবনা লোকোত্তর আচরণ। একটি অনার্য আচরিত কর্ম এবং অন্যটি আর্য আচরিত কর্ম। এ হিসাবে বুদ্ধের ধর্ম

বিদর্শন ভাবনাকে ম্লান করা হয়। যা আমাদের মোটেই উচিত নয়। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পড়ে বুঝতে পারবেন চারি আর্যসত্যের মধ্যে শমথ ভাবনার বিষয় নাই। বুদ্ধের মূল ধর্ম যদি 'চারি আর্যসত্য' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' হয় তবে – এতে শমথ ভাবনা আসবে কেমন করে! তাই একটুখানি গবেষণা করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

আমার অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই না তবু ও এহেন মহান পুরুষের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে বুদ্ধের ধর্ম 'চারি আর্য সত্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি, গ্রন্থটি নিতান্তই ছোট আকারের পরিবেশনা। বুদ্ধের মূল ধর্ম 'চারি আর্যসত্য' ব্যাখ্যা করা আমার মত অধম মানুষের দ্বারা অবশ্যই সম্ভব নয়। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর ধর্মের উপকরণ ও বিষয় ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করার সুন্দর ভাষা জ্ঞান আমার নাই। তজ্জন্য মহানুভব পাঠক-পাঠিকাগণ এ পুস্তকের ভাষা ও ভুলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে, কেবল ভাবের দিকে দৃষ্টি দান পূর্বক আমার ত্রুটি সংশোধন করবেন তাই কামনা করি। অবশ্য শুদ্ধ করার জন্য আমি ও আমার সহকর্মীগণ চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী। একটু কষ্ট করে ভাবার্থ বুঝে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সাধিকা কুমারী লাভলী বড়ুয়া ও সাধক সুদর্শন বড়ুয়া (নোবেল) প্রথমে কম্পিউটার করে। পরবর্তীতে সাধক সুশীল বড়ুয়া প্রুফ সংশোধন করে বইটি উপযোগী করে প্রকাশনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাতা ও কার্যকরী কমিটির সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ কেন্দ্রের মাধ্যমে বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় এবং অন্তিমে নির্বাণ কামনায় পুণ্যদান করছি। অত্র ভাবনা কেন্দ্রের সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক সাধক আশীষ বড়ুয়া বইটির অভিমত লিখে দিয়ে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। অত্র ভাবনা

কেন্দ্রে যারা বিভিন্ন ভাবে অর্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার দাতা সদস্য হয়েছেন বা হচ্ছেন প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করছি। অত্র ভাবনা কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষা করার জন্য কার্য নির্বাহী কমিটি ও যুব কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ নিজেদের অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করছি। বিদর্শন ভাবনা পরিচালকগণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ও ভ্রাম্যমান কোর্সে ভাবনা পরিচালনায় সহায়তাকারীদেরও মঙ্গল কামনা করছি। ওসাকা আর্ট প্রেসের সত্বাধিকারীসহ কর্মকর্তা–কর্মচারীবৃন্দ অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাড়াতাড়ি বইটি প্রকাশ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে বইটি প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে বিধায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ভ্রাম্যমান কোর্স আয়োজনকারী ও সাধক–সাধিকাসহ প্রত্যেকের নির্বাণ কামনায় জন্ম – জন্মান্তরের এবং ইহ জীবনের সমস্ত পুন্যরাশি দান করছি।

সকল প্রাণী সুখী হউক।

২৬শে মার্চ, ১২ই চৈত্র,
রোজ রবিবার ২৫৪৯ বুদ্ধাব্দ,
২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থকার

অভিমত

নিজেকে প্রিয় মনে করা বা ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিজেকে কি করে উত্তমরূপে ভালোবাসা যায়, এর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং নিজেকে প্রিয় মনে করে সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করা একান্ত উচিত। যিনি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুরক্ষিত। যে অসাধু ব্যক্তি পাপ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে সৎ পুরুষগণের (আর্যদের) ধর্মোপদেশের প্রতি আক্রোশ ভাব পোষণ করে, বাঁশের ফলোৎগমের ন্যায় তার কৃত কর্ম তাকে ধ্বংস করে। নিজের কৃত পাপের দ্বারা নিজে ক্লিষ্ট হয়। শীল বিশুদ্ধি ব্যতীত যেমন - মার্গফল লাভ করা অসম্ভব, তেমনি মার্গফল লাভ না করলে দুঃখ মুক্তি সুদূর পরাহত। এ জন্য বীর্য সহকারে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ শীল বিশুদ্ধির মাধ্যমে সমাধিতে বিচরণ করে বিদর্শন ভাবনায় রত থাকতে পারলে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এ কারণে পরনিন্দা , পরচর্চা ও স্বার্থপরতা অপেক্ষা আত্মানুশীলন ও আত্মশুদ্ধি বহুগুণে শ্রেয়।

বাংলাদেশে বিদর্শন ভাবনা পুণঃপ্রচারের ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব কল্যাণমিত্র জননন্দিত বিদর্শনাচার্য শ্রদ্ধেয় তেমিয়ব্রত বড়ুয়ার অবদান ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। কেননা সমতল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর গন্ডী পেরিয়ে বর্তমানে দূর্গম পাহাড়ী জনপদেও বিদর্শন ভাবনার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অনেক কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে আজ দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ভ্রাম্যমান বিদর্শন ভাবনার কোর্সে হাজির হয়ে বিচিত্র সদ্ধর্মের দেশনাসহ বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তা' ছাড়া তিনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও বৌদ্ধ সমাজের গবেষক ও পাঠকবৃন্দের জন্য 'চারি আর্যসত্য' নামে একখানা পান্ডুলিপির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অত্র ভাবনা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

"চারি আর্যসত্য" গ্রন্থটিতে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ আবিস্কার চারি আর্যসত্য সম্পর্কে গ্রন্থকার মহোদয় সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন-করেছেন। জগতের অধিকাংশ লোক প্রজ্ঞার অভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতি অল্প সংখ্যক লোকই অনিত্য , দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণযুক্ত সদ্ধর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ দূর্গতিগামী হয় এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকই নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। গ্রন্থ পাঠে অনেক অবিদ্যা আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ বিদ্যা লাভের জন্য সচেষ্ট হবেন। 'আর্যত্ব' লাভ না হওয়া পর্যন্ত আর্যসত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অত্র গ্রন্থে গ্রন্থকার মহোদয় বর্তমান বৌদ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে বুদ্ধের নির্বাণ ধর্মের পরিবর্তে বিপরীতধর্মী সার্বিক কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি তুলে ধরেছেন ,যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। গ্রন্থকার একাধারে আধ্যাত্মিক সাধক ও পরমার্থ জ্ঞানলাভী একজন সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর দীর্ঘ সময়ের বাস্তবমুখী পরমার্থ অভিজ্ঞতা , দর্শন ও বিদর্শন জ্ঞানের আলোকে বিচিত্রময় যুক্তি উপমা দ্বারা অত্র গ্রন্থখানার পান্ডুলিপি তৈরী করেছেন। তাই এ মূল্যবান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে আরো ধর্মীয় গ্রন্থ সুধী বৌদ্ধ সমাজকে উপহার দিবেন।

পরিশেষে গ্রন্থ প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের দীর্ঘায়ু জীবন কামনা সহ চিরশান্তি নির্বাণ লাভের জন্য আমার 'পরমার্থ ' জীবনের অসংখ্য পূণ্যরাশি দান করছি।

'চক্রবাল' বাসী সুখী হোক।

পুস্প নিবাস
বাড়ী নং – ১৩১, ব্লক – ই,
কৈবল্যধাম হাউজিং সোসাইটি
খুলশী, চট্টগ্রাম ।

সাধারণ সম্পাদক
সাধক আশীষ বড়ুয়া
বো আ বি ভা কেন্দ্র
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

এবং প্রতিষ্ঠাতা, রাণুপ্রভা বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র
পূর্ব জোয়ারা, চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

চারি আর্যসত্য

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্দস্‌স
জগত গুরু শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সে অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি।

সম্যক সম্বুদ্ধের সদ্ধর্ম মূলতঃ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। এটাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন– সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব শীল স্কন্ধ। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি-সমাধি স্কন্ধ এবং সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প-প্রজ্ঞাস্কন্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চারি আর্যসত্য এর অংশ। এটিই বৌদ্ধ ধর্মের মুল ভিত্তি বা খুঁটি এবং নির্বাণের মূল পথ। সত্য উপলব্ধির একমাত্র বিধান। চারি আর্যসত্য বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত এবং আর্যদের মতে আর্যসত্য। ধর্ম শব্দের অর্থ সত্য। তাই আর্যদের মতে ধর্ম এটাই বুদ্ধ নির্দেশীত সত্য বা ধর্ম। দুর্লভ মনুষ্য জন্মের এটাই সর্দ্ধম। অন্যসব মানুষের জন্য -পরধর্ম। বুদ্ধ বলেছেন – "চতুসচ্চ বিনিম্মুত্তো ধম্মো নাম নত্থি"- চারি আর্যসত্যের বাইরে কোন ধর্ম নাই। বুদ্ধের ধর্ম চারটি আর্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা – দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ উৎপত্তি বা কারণ আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। আর্য বলতে সুপটিপন্নো – সুপ্রতিপন্ন – স্রোতাপন্ন, উজুপটিপন্নো – ঋজুপ্রতিপন্ন – সকৃদাগামী, ঞায়পটিপন্নো – ন্যায়প্রতিপন্ন – অনাগামী ও সামীচিপটিপন্নো – সমীচীন প্রতিপন্ন - অরহতগণকে বলা হয়। শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্য ভেদে আর্য দু'প্রকার। একমাত্র আর্যরা বুঝতে পারেন আর্যসত্য কাকে বলে। এ চারপ্রকার আর্য জ্ঞান যাঁর দর্শন হয়েছে, বুঝুক বা নাই বুঝুক, তাঁর জীবন মৃত্যুরাজের অতীত।

চারি আর্যসত্য আয়ত্ত করা ও ব্যাখ্যা দেয়া অতীব কঠিন কাজ। এ সমস্ত ব্যাখ্যা সবই বুদ্ধের ভাষায় অব্যাকৃত কর্ম। অব্যাকৃত কর্মের

ব্যাখ্যা দেয়া, বুঝানো বা জ্ঞাত করা সম্ভব নয়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় একমাত্র গবেষণা দ্বারা। সেই গবেষণা বুদ্ধের নিয়মে হতে হয় অর্থাৎ দর্শনাকারে। আমাদের বৌদ্ধ সমাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কোন অভাব নেই, পাহাড়ে হোক বা সমতলে হোক পর্যাপ্ত পরিমাণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু নাই শুধু গবেষণা। বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির, বিহার, কেয়াং, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করে শুধু পঞ্চশীল, অষ্টশীল প্রার্থনাদি শিখতে পারলেই হয়ে গেল ধর্মীয় শিক্ষা। দু'একটা সূত্র, জাতক, পুঁথি, কীর্তন ও গাথা সুন্দর ভাবে বলতে পারলে হয়ে গেল ধর্মীয় শিক্ষা। বুদ্ধের জ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধ দুঃখের উৎপত্তি, স্থিতি, নিবৃত্তি ও উপায় সম্বন্ধে বলেছেন। তাই বুদ্ধের ধর্মে দুঃখ হতে মুক্তি বা পরিত্রাণের ব্যবস্থা আছে। চারি আর্যসত্য এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আর এই চারি আর্যসত্য হচ্ছে ১।দুঃখ আর্যসত্য, ২। দুঃখ সমুদয়(কারণ) আর্যসত্য, ৩। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ও ৪। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

১। দুঃখ আর্যসত্য ঃ– জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ,ব্যাধি দুঃখ ,মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইস্পিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান বা স্কন্ধ দুঃখ। এ সমস্ত দুঃখ প্রাণীরা নিজেই নিজের মধ্যে উৎপন্ন করে, এ জগতে প্রাণীরা নিজেই নিজের জন্য কর্মফল সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু তা' কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা বুঝে না। একটি প্রাণী মারা গেলে যতদিন পর্যন্ত অর্হৎ হয়ে নির্বাণ যেতে সক্ষম হবে না ততদিন মৃত্যুর পর জন্ম হবেই। এক লোকভূমি থেকে চ্যুত হয়ে অন্য লোকভূমিতে উৎপন্ন হবেই। এর কারণ কর্মফল বা সংস্কার। এ সমস্ত কর্ম প্রধানতঃ তিন প্রকার – অকুশল (পাপ), কুশল (পূণ্য) ও অব্যাকৃত (পাপ –পূণ্য বিরত)

পাপকাজ (কর্মপথ)	পুণ্যকাজ (কর্মপথ)	অব্যাকৃত কর্ম
প্রাণীহত্যা	দান	একটি কর্মপথ
চুরি	শীল	
ব্যাভিচার	ভাবনা (শমথ)	
মিথ্যা বাক্য	সেবা	
পিশুন বাক্য	সম্মান	
পরুষ বাক্য	পূণ্য দান	
সম্প্রলাপ বাক্য	পুণ্যানুমোদন	
অভিধ্যা (লোভ)	ধর্মশ্রবণ	
ব্যাপাদ (হিংসা)	ধর্মদেশনা	
ভ্রান্ত ধারণা (মিথ্যা দৃষ্টি)	সত্যপথে চলা (দৃষ্টি ঋজু কর্ম)	

যারা পাপ কাজ করবে অর্থাৎ দশটি অকুশল কর্মপথের যেকোন একটি কর্মপথে কাজ করবে তাদের অকুশল সংস্কার সৃষ্টি হবে। যারা পুণ্য কাজ করবে অর্থাৎ দশটি কুশল কর্মপথের যে কোন একটি কর্মপথে কাজ করবে তাদের কুশল সংস্কার এবং আনেঞ্জা সংস্কার সৃষ্টি হবে। সংস্কার অর্থই হলো ভবিষ্যৎ জন্ম সৃষ্টি করা। দুঃখ বা সুখ যা' উৎপন্ন হোক না কেন জন্ম দুঃখ ভোগ করতে হবে, জরা দুঃখ ভোগ করতে হবে, ব্যাধি দুঃখ ভোগ করতে হবে, মরণ দুঃখ ভোগ করতে হবে, ... সমস্ত দুঃখ রাশি ভোগ করতে হবে। তাই ভাল কাজ করা, সৎ কাজ বা কুশল কাজ করা মোটেও দুঃখ থেকে মুক্ত পাবার পথ নয়।

•

দুঃখ নিরোধের উপায় একমাত্র পথ, শুদ্ধভাবে বির্দশন ভাবনা করা। শুদ্ধ বির্দশন ভাবনা আচরণে জন্ম – জন্মান্তরের কর্মবিপাক বা সংস্কার নিরোধ হয়। বিধায় দুঃখ নিরোধ হয়। অন্য কোন ভাবে দুঃখ নিরোধ করার ব্যবস্থা নাই। তাই সকলে বির্দশন ভাবনা আচরণ করে নির্বাণ লাভ করা প্রয়োজন।

২। দুঃখ সমুদয় (কারণ) আর্যসত্য ঃ– বুদ্ধ বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনাদি, অবিদ্যা ও তৃষ্ণা দ্বারা সন্ধাবিত ও সংসারিত হওয়ায় সত্ত্বগণের পূর্বকোটি বা আদি জানা যায় না।" এ সুদীর্ঘ সংসার পরিভ্রমণে জন্মে জন্মে কুশলাকুশল কর্মের বিপাক বা সংস্কার জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু.....ইত্যাদি দুঃখের কারণ হয়। শুদ্ধ বির্দশন ভাবনা আচরণে অতীতের রাশি রাশি জমাকৃত বিপাক বা সংস্কার নিজে নিজের মধ্যে দর্শন করেন এবং অকুশল কর্মপথে আচরণকৃত জন্ম–জন্মান্তরের বিপাক বা কর্মফল নিজের মধ্যে জমা আছে তা' জ্ঞাত হন।

অনেকে কর্মবিপাক ভোগ করতে গিয়ে যখন দুঃখ ভোগ করে তখন দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানারকম তন্ত্র মন্ত্র, মগদ্বেশ্বরী, কবচ, পানি পড়া, লবণ পড়া চিনিপড়া, ধুলা পড়া, ইত্যাদি চিকিৎসা আরম্ভ করে। এমনও দেখা যায় বুদ্ধের ধর্মের আওতায় সীবলী পূজা, অর্হত পূজা, অষ্টবিংশতি বুদ্ধ পূজা, আচারিয়া পূজা, পিঠা পূজা, ফুল পূজা প্রভৃতি পূজার আয়োজন করে, মানত করে। এমনকি বির্দশন ভাবনা কেন্দ্র নাম দিয়ে বির্দশন ভাবনা কেন্দ্রের মধ্যেও এ সমস্ত পূজার আয়োজন করা হয়। নানা প্রকার মূর্তি, ফটো ইত্যাদি সাজিয়ে হাজার হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে পূজার জন্য।

বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ কালে তাঁর শরীরের কোটি শত সহস্র হস্তীর বল হ্রাস হবার পর অতীব দূর্বল শরীরে মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শয়ন করতঃ আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সুদূর পরেও যদি কেহ বুদ্ধের ধম্মানুধর্ম আচরণ করেন তিনিই বুদ্ধের আসল পূজা, প্রকৃত পূজা, শ্রদ্ধায় পূজা এবং পরম পূজায় পূজা করবেন।" তাই বুদ্ধের ধম্মানুধর্ম একমাত্র বিদর্শন ভাবনা। অথচ অনেক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে চলে দ্রব্যাদি দ্বারা আমিষ পূজা। সে আমিষ পূজার দ্বারা হয় মিথ্যাদৃষ্টি না হয় পুণ্যকাজ। এটা বিদর্শন ভাবনাও নয়, বুদ্ধের নির্বাণ ধর্মও নয়। তা' হল, দুঃখ উৎপত্তির ধর্ম – জন্ম জন্মে পাপ বা

পুণ্য করাই একমাত্র দুঃখ সমুদয় বা কারণ। প্রতিটি প্রাণী যতক্ষণ আর্যত্ব লাভ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চারিঅপায় অর্থাৎ নরক, অসুর, প্রেত ও তীর্যক জন্ম থেকে মুক্ত নয়। তাই প্রাণী যে কোন এক প্রকার আর্যত্ব লাভ না করতে পারলে তার শরীরে অনন্তবার নরক, অনন্তবার অসুর, অনন্তবার প্রেত এবং অনন্তবার তীর্যক যোনীতে উৎপন্ন হয়ে ভবাঙ্গে সঞ্চিত কর্মের বিপাক ভোগ করতে থাকে। সেই রকম সুখের কর্মবিপাকও জমা থাকে। তবে সুখ হতে দুঃখের সংস্কার অনেক গুণ বেশী থাকে। এ সমস্ত কাজের একমাত্র হেতু তৃষ্ণা। কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা হিসাবে তিন প্রকারের তৃষ্ণাই এর মূল কারণ। তৃষ্ণা নিরোধ করতে পারলেই দুঃখের কারণ নিরোধ হবে। তাই তৃষ্ণাকে নির্মূল বা নিরোধ করার একমাত্র পথ বির্দশন ভাবনা। শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনায় একমাত্র অতীতের অবিদ্যা বা সংস্কার নিরোধ করে ভবিষ্যতের তৃষ্ণা নির্মূল করা যায়।

৩। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ঃ– দুঃখ আছে তাকে সমূলে নিঃশেষ করা যাতে কাজ করতে সুযোগ না পায়। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বললেন, "অতীতে, বর্তমানে এবং অনাগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণগণ জগতে প্রিয় সুখকর বস্তুকে অনিত্য দুঃখ রোগ, ভয়রূপে দর্শন করে তারা তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করতে সমর্থ হবে। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয়। ভবের নিরোধে জন্ম এবং জন্মের নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস সবই নিরোধ হয়। এভাবে সকল দুঃখরাশি নিরোধ হয়। সর্বোপরি তৃষ্ণা ক্ষয়ে সর্ব দুঃখ নিরোধ হয়।"

দুঃখ হোক বা তৃষ্ণা হোক তা' নিরোধ হলেই মুক্তি। নিরোধ হবে কিভাবে? যারা সত্যিকারের শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা আচরণ করেন তাদের বিদর্শনপূর্ণ আচরণে কায়দ্বারে, বাক্যদ্বারে এবং মনোদ্বারে জমাকৃত দুঃখ রাশি হাজির হয়। যেই সমস্ত দুঃখ রাশি হাজির হয় শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা

আচরণকারী সেই দুঃখ নিরোধ করে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। বিদর্শন ভাবনা করুক বা না করুক দুঃখ নিরোধ নিজে নিজে করতে হবে। কেহই জানেন না কার কাছে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, একমাত্র বিদর্শন ভাবনায় জানা যায়।

ছোট্ট একটি উপমা দিচ্ছি-একদিন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে। মহাকারুণিক বুদ্ধ পাঁচজন লোককে ধর্মদেশনা করছেন। তখন তাঁকে ব্যজন দ্বারা শীতল বায়ু দান করছেন আনন্দ। শ্রোতৃ পঞ্চকের অবস্থা দেখে আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে বললেন –

"প্রভু, লক্ষ জনকে দেশনা করার মতো এদের আপনি উদাত্ত কণ্ঠে দেশনা করছেন। আমার মনে হয়, এ কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম।"

সুগত বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন –"আনন্দ, এরূপ বল্‌ছো কেন?"

"প্রভু, শ্রোতাদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। একজন উপবিষ্টাবস্থায় ঘুমে ঢলে পড়ছে, একজন করছে নখে মৃত্তিকা খনন, বৃক্ষ সঞ্চালন করছে একজন, একজন চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, ধর্ম শুনছে মাত্র একজনই।"

বিমুক্তির হেতু – সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তি যদি একজনও হন, তার জন্যও মহাকারুনিক তথাগতের অন্তর হয়ে উঠে উচ্ছ্বাসিত, কণ্ঠ হয় মুখর। তখন আকাশ–গঙ্গা অবতরন করার মতো মেঘমন্দ্রস্বরে দেশনা করেন মুক্তির বাণী। বুদ্ধের নিকট ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ধনী–গরীব, হীন–উত্তম ভেদাভেদ নেই। একজনের জন্যও তিনি শতক্রোশ অতিক্রম করে সাগ্রহে তাকে মুক্ত করেন। বুদ্ধ-কৃত্য, বুদ্ধের স্বভাব-ধর্ম ও বুদ্ধের রীতি-নীতি এরূপই।

সুগত জিজ্ঞাসা করলেন – "হে আনন্দ, এদের সম্বন্ধে তুমি অবগত আছ কি?"

"না ভন্তে"

"তবে শুনো আনন্দ, এদের মধ্যে যে লোকটি নিদ্রা যাচ্ছে সে পাঁচশত জন্মাবধি সর্প হয়েছিল। এ নিদ্রায় সে অভ্যস্ত এবং এ নিদ্রা তার সংস্কারের আর্কষণ। তাই সে আমার কথায় মন সংযোগ করতে পারছে না।"

আনন্দ সমুৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন – "লোকটি যে, পাঁচশত বার সর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিল, তা কি অনুক্রমে, না কোনো কোনো সময়ে?"

"আনন্দ, লোকটি অতীতে একসময় মানবকুলে, এক সময় দেবকুলে আর এক সময় সর্প কুলে, এ রূপে যে কত জন্ম পরিগ্রহ করেছে ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়াও অতীতে পাঁচশত বার সর্পকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল।"

"আর যে লোকটি নখে মাটি খনন এবং আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে রেখাপাত করছে, সে অনুক্রমে পাঁচশত বার কেঁচো রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। মহীলতার স্বভাব মাটি খনন করা। তার সেই অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে।"

"যে লোকটি গাছ নাড়ছে, অনুক্রমে সে পাঁচশত বার বানর রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। সেই সুদীর্ঘ কালের অভ্যাস এখনও তার রয়ে গেছে।"

"যে লোকটি আকাশ নিরীক্ষণ করছে, সে পাঁচশত জন্ম – নক্ষত্র গণক ছিল। আকাশ অবলোকনের কারণ হচ্ছে পূর্ব সংস্কার তাই আমার কথায় তার চিত্ত আকর্ষণ হচ্ছে না।"

"যে লোকটি আমার দেশিত বাণী একাগ্র মনে শুনছে, সে অনুক্রমে পাঁচশত জন্মে ত্রিবেধ পারদর্শী ও মন্ত্র অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিল। তার পূর্ব সংস্কারানুরূপ গঠিত চিত্তের অনুপ্রেরণায় সগৌরবে মনোযোগের সহিত

ধর্ম শুনছে। সত্যধর্মের প্রতিটি বিষয়ে সে উৎসাহিত ও অভিরমিত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে আমি ধর্ম দেশনা করছি।"

আনন্দ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন – "প্রভু, আপনার পীযুষবর্ষিণী ওজস্বিনী দেশনা কতো মর্মস্পর্শী। যেমন–ভন্তে চর্মভেদ করে মাংসে, মাংস ভেদ করে অস্থিতে, অস্থি ভেদ করে অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়ার মতোই চমকপ্রদ অপূর্ববাণী। তবুও কেন প্রভু, এদের চিত্ত আকৃষ্ট হচ্ছে না? এদের মর্মস্থলে কেন আঘাত করতে পারছে না? আশ্চর্য ভন্তে! এরা যেন শ্রবণেন্দ্রিয় হতে বিচ্যুত। এর কারণ কি ভন্তে?"

"আনন্দ, আমার দেশিত ধর্ম এদের কাছে সুশ্রবণীয় বলে তোমার মনে হচ্ছে নাকি?"

"সবিস্ময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন – "ভন্তে, দুঃশ্রবণীয় হবে কেন?"

"আনন্দ, এরা বহু শত সহস্র কল্পাবধি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নাম পর্যন্ত কখনও শোনেনি। সদ্ধর্ম শ্রবণে অসমর্থ হয়ে অনন্ত জন্ম অসারেই অতিক্রম করেছে। অতীতের সুদীর্ঘ কাল ধরে এরা শুধু অসার বাক্য শুনে এসেছে। প্রমাদ বহুল হয়েই অতীত জন্ম এরা অতিবাহিত করেছে। তাই এরা তখন ধর্মাচরণ ও ধর্মশ্রবণ করতে সক্ষম হয়নি।"

"ভন্তে, সক্ষম না হওয়ার মূল কারণ কি?"

"আনন্দ, কামরাগ, বিদ্বেষ, মোহ ও তৃষ্ণা এ চারটি মহাদোষের কারণেই এরা সক্ষম হয়নি। বস্তুতঃ অনুরাগাগ্নি জগতে অদ্বিতীয় অগ্নি এ অগ্নি নিরন্তর জীবনকে দগ্ধ – বিদগ্ধ করে। সেরূপ বিদ্বেষসম পাপগ্রহ, মোহসম সুদৃঢ় জাল এবং তৃষ্ণাসম অপূর্ণা নদী, এ জগতে আর দ্বিতীয় নেই।"

সার্থক হলো বুদ্ধের ধর্ম দেশনা। একাগ্রচিত্তে যিনি ধর্ম শুনেছিলেন,

তিনি হলেন স্রোতাপন্ন। আনন্দ সুগতের একান্ত সত্যবাণী সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

আবার অরহত হলে দেখা যায় যে, শরীরে সংস্কার না থাকলেও স্বভাব বিরাজমান থাকে। যেমন – একসময় একজন শ্রেষ্ঠী ভগবান বুদ্ধের নিকট 'ক্ষীণাস্রব' ভিক্ষুদের নিকট নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে নির্দিষ্ট ভিক্ষু প্রবরদের নিমন্ত্রণ করতে বললেন। শ্রেষ্ঠী তাদের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোন কোন ভিক্ষু মাটিতে আঁচড় কাটছেন, কেউ বা গাছের ডাল দোলাচ্ছেন আবার কেউ বা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এতে শ্রেষ্ঠীর মনে ভিক্ষুগণ 'ক্ষীণাস্রব' কিনা সন্দেহের সঞ্চার হয়। শ্রেষ্ঠী হতাশ হয়ে বুদ্ধের নিকট ফিরে গেলে তিনি শ্রেষ্ঠীর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, উক্ত ভিক্ষু প্রবরেরা ক্ষীণাস্রব। পূর্ব জন্মে তাঁরা কেহবা নক্ষত্র বিদ, কেহ বা বানর, আবার কেহ বা কেঁচো ছিলেন বলে সংস্কার বশে সেরূপ স্বভাব ব্যক্ত করছেন। প্রকৃত পক্ষে তারা সবাই অরহত। সে কারণে যোগীগণও পূর্ব সংস্কারের প্রভাবে অনুরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হলে স্মৃতি ভাবনার দ্বারা সে প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করতে হবে।

এভাবে কায়দ্বারে, বাক্যদ্বারে ও মনোদ্বারে যখন কর্ম সম্পাদন করা হয়, তখন কর্মের ফল সৃষ্টি হয়। এটিই বিপাক বা সংস্কার। আর যখন নিরোধ হবে তখন জমাকৃত কর্মফল কায় দ্বারে, বাক্যদ্বারে ও মনোদ্বারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়াকারে বিপাক বা সংস্কার আচরণের দ্বারা নিরোধ হয়। যদি আচরণ শুদ্ধ হয়, অতীতের কর্মবিপাকে চলার পথে কেহ দুঃখ পায়, কেহ সুখ পায়। সে সুখ বা দুঃখকে যদি ভোগ করতে না জানেন তবে ভবিষ্যতের জন্য আরও কর্মফল সৃষ্টি হবে। ব্যবহার করতে জানলে নিরোধ বা শেষ হবে। কায়দ্বারে যেমন- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, কায় ও মনোদ্বারে –দেখা, শুনা, গন্ধ, স্বাদ, আস্বাদ, শরীর দোলানো, নাচানি, ঘুরানি, টানানি, ব্যাথা, কামড়ানি,

ঝিনঝিনানি ইত্যাদি রোগ আকারে অনুভূত হয়। বাক্য দ্বারে বিভিন্ন কথা বলা, ঝগড়া করা, পড়া, গালিগালাজ ইত্যাদি। মনোদ্বারে যেমন-চিন্তা করা, অতীতের কর্ম জাগ্রত হয়, আচরণ করতে মনে বাধা সৃষ্টি হয়, মনে পরে বা উঠে ইত্যাদি অনেক কিছু। এ সমস্ত প্রতিক্রিয়া যত বেশী উঠবে তত বেশী ভাল। যদি আচরণ শুদ্ধ হয়, তবে নিরোধ হবে। প্রতিক্রিয়া নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়। এভাবে দুঃখরাশি নিরোধ হয়। বুদ্ধ বলেছেন –"উপৃপজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি ; তেসং বূপসমো সুখো" – উৎপন্ন আলম্বন যদি নিরোধ হয় তবে নির্বাণ সুখ লাভ হয়। তাই দুঃখ জমা থাকলেও যদি উৎপন্ন না হয় তবে নিরোধ হবে না, দুঃখ নিরোধ না হলে নির্বাণ সুখ পাবে না।

একত্রিশ লোকভূমিতে যত প্রাণী আছে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে অগণিত কুশলাকুশল কর্মের বিপাক জমা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আর্যত্ব লাভ না করে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী যদি বিদর্শন ভাবনা আচরণ করে তবে কোন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। একমাত্র মানুষেরাই শুদ্ধ আচরণ করে বিদর্শন ভাবনা সৃষ্ঠ প্রতিক্রিয়ার স্মৃতি বা ভাবনার মাধ্যমে নিরোধ করতে পারে। এ অবস্থাতে বুঝা যায় শরীরে দুঃখ জমা আছে, শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা আচরণে জমাকৃত দুঃখ রাশি নিরোধ হয়। প্রথমে শরীরে জমাকৃত অপায়ের বা দুঃখের বিপাক বা সংস্কার নিরোধ হয়। তাই বিদর্শন ভাবনায় প্রথমে দুঃখ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধের ভাষায় "চতুঅপায় দুক্খা" অর্থাৎ চারি অপায় দুঃখ। নরক, অসুর, প্রেত ও তীর্যক যোনীতে উৎপন্ন দুঃখ। আবার সমস্ত নরক, অসুর, প্রেত ও তীর্যক ভূমির মেয়াদ ও দুঃখ এক রকম নয়। সেই দুঃখ ও মেয়াদের উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আবার ভাবনা আচরণকারীর শুদ্ধতা অশুদ্ধতা একাগ্রতা ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। শুধু বিদর্শন ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি এটা বড় কথা নয়। আচরণের শুদ্ধতা থাকতে হবে। পদ্ধতি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝে ; অশুদ্ধকে

বর্জন করে শুদ্ধকে যথানিয়মে যত্ন ও একাগ্রতার সহিত আচরণ করতে হবে। তখন দুঃখ জমা আছে কিনা বুঝা যাবে। জন্ম জন্মের কুশলাকুশল কর্মের বিপাক বা দুঃখ জমা থাকার কারণ বুঝা যাবে এবং এ সমস্ত জন্ম জন্মের কুশলাকুশল কর্মের বিপাক বা দুঃখ বা জন্ম নিরোধ নিজে দর্শন করবে। বুদ্ধের ভাষায় 'সন্দিটঠিকো' অর্থাৎ স্বয়ং দৃষ্ট।

৪। দুঃখ নিরোধের উপায় :- গ্রন্থকারের লিখিত "সদ্ধর্ম পরিচিতি" ও "বিশুদ্ধি" দু'টি বইতে বিদর্শন ভাবনা অর্থাৎ দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। বিদর্শন ভাবনার তিনটি প্রধান অংশ যথা– ভূমি বিভাগ, মূল বিভাগ ও শরীর বিভাগ।

১। পঞ্চস্কন্ধ, ছয়দ্বার, ষড়বিধ আলম্বন, ছয় প্রকার বিজ্ঞান, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, তৃষ্ণা, বিতর্ক, বিচার, ধাতু, আয়তন, ইন্দ্রিয়, চারি আর্যসত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ এই ষোল প্রকার অংশ মিলে ভূমি বিভাগ।

২। মূল বিভাগ – শীল বিশুদ্ধি এবং চিত্ত বিশুদ্ধি দুইটি মূল বিভাগ।

৩। শরীর বিভাগ– দৃষ্টি বিশুদ্ধি, কঙ্কা - উত্তরণ– বিশুদ্ধি, মার্গা-মার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি ও জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এই পাঁচ প্রকার বিশুদ্ধিই বিদর্শন জ্ঞানের শরীর বিভাগ।

ভূমি বিভাগ

পঞ্চস্কন্ধ – রূপ, বেদনা ,সংজ্ঞা,সংস্কার ও বিজ্ঞান।

রূপ – কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার– সমুত্থিত রূপ, দেহের ভিতরে বা বাহিরে, সূক্ষ্ম বা স্থূল, হীন বা উত্তম, কাছে বা দুরের হউক না কেন অতীত কালের, বর্তমান কালের বা ভবিষ্যৎ যে কালের হোক না কেন সমস্ত রূপকে রূপ স্কন্ধ বলে। একাদশ অবকাশে রূপোৎপত্তিতে সংস্কার

সবসময় বিরাজমান থাকে।

রূপ – অতীত অতীত জন্মের কর্ম বিপাকে যখন পঞ্চোপাদান স্কন্ধ গঠিত হয় তখন এ সমস্ত রূপ স্কন্ধে জমা হয়।

১। মহাভূতরূপ – পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু।

২। প্রসাদ-রূপ – চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়।

৩। গোচর-রূপ – রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস।

৪। ভাব - রূপ – স্ত্রী ভাব ও পুংভাব।

৫। হৃদয় - রূপ – হৃদয় - বাস্তু।

৬। জীবিত - রূপ – জীবিতেন্দ্রিয়।

৭। আহার - রূপ – কবলীকৃত আহার ।

৮। পরিচ্ছেদ - রূপ – আকাশ ধাতু।

৯। বিজ্ঞপ্তি - রূপ – কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক বিজ্ঞপ্তি।

১০ । বিকার - রূপ – লঘুতা, মৃদুতা, কম্মণ্যতা।

১১। লক্ষণ - রূপ – উপচয়, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা।

একাদশ অবকাশে আঠাশ প্রকার রূপ বিরাজমান থাকার সুযোগ আসে। তন্মধ্যে মূল মহাভূতরূপ। মহাভূতরূপ –পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু এর মৌলিক গুণ চতুষ্ঠয় হতে বাকী ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়। ২৪ প্রকার রূপের প্রত্যেকটিতে এ চারি গুণ প্রকট ভাবে বিদ্যমান। কোন সময় কোনটিতে বেশী থাকে আবার কোন সময় কোনটিতে কম থাকে।

শরীরে অন্য কোন প্রকার রূপ বিদ্যমান থাকলেও যদি 'পৃথিবী' ধাতু পরিমাণে বেশী থাকে তবে সেই প্রাণী বেশী পরিমাণ ভাগ মাটিতে অবস্থান করে। যদি 'বায়ু' ধাতু পরিমাণে বেশী থাকে তবে সে প্রাণী বেশীর ভাগ শুণ্যে বা আকাশে বা মাটি থেকে উপরে বেশী থাকে। মানুষের মধ্যেও দেখা যায় কোন কোন মানুষ মাটিতে বেশী সময় শুয়ে

থাকে বা বসে থাকে বা মাটি নিয়ে খেলা করতে বা কাজ করতে পছন্দ করে। এমনকি আসন ছাড়া মাটিতে বসে বা শুয়ে থাকে। আবার কোন কোন মানুষ নীচে বসতে চায় না বা শুতে চায় না। এভাবে কোন কোন মানুষ বেশী হাঁটতে পারে না, লাফাতে পারে না, দৌড়াতে পারে না, কাজ-কর্মের গতি কম। আবার কেহ কেহ চলাফেরায় বা হাটতে চলতে লাফালাফি করে। এ স্বভাব গুলি অতীত অতীত জন্মের কর্মের বিপাকে জমাকৃত সংস্কার বা স্বভাব। এর উৎপত্তিতে হয়তঃ ভাবনা করার সময় যদি আচরণ ঠিক হয় তবে নিরোধ হয়। বুদ্ধের ভাষায় – "উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি, তেসং বূপসমো সুখো," অর্থাৎ যা উৎপন্ন হয়, তা নিরোধ করতে পারে। যদি নিরোধ করতে না পারে তবে সংস্কার বা স্বভাব বাড়বে। প্রতিটি মানুষের নিকট বিভিন্ন প্রকার রূপ বিদ্যমান থাকে। যেমন–মানুষের কাছে জন্ম জন্মের স্ত্রী বা পুরুষ জন্মের বিপাক জমা আছে। এ জন্মে নারী বা পুরুষ স্থায়ী নয়। এ জন্ম থেকে চ্যুত হয়ে কতবার নারী বা পুরুষ জন্ম রূপ পরিবর্তন করতে হবে তার হিসেব নেই।

এভাবে সংস্কার বা স্বভাব প্রতিটি প্রাণীর কাছে অতীত অতীত জন্মের কর্মের বিপাকে যা' ২৮ বা ২৪ প্রকার রূপে সর্বদা বিরাজমান থাকে। প্রতিটি মানুষের নিকটও বিভিন্ন প্রকার রূপ বিদ্যমান থাকে।

এ সমস্ত রূপের কারণে কেহ বিদর্শন ভাবনায় শুদ্ধ আচরণ করলে কায়দ্বারে, বাক্যদ্বারে, মনোদ্বারে নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যেমন-শরীর নাচানো, টানানি, ঘুরানো, কাঁপানো, শীত, গরম ইত্যাদি। সঠিকভাবে আচরণে যা জন্ম জন্মের বিপাক নিরোধ হয় এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার উপযোগী হয়। বাক্যের মাধ্যমে যখন যেমন-মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করার ইচ্ছা হয় ও করে, তখন সংস্কার উৎপন্ন হয়। আর যখন আচরণ শুদ্ধ হয় তখন শুদ্ধ ভাবে নিরোধ হয় তখনই নির্বাণ লাভ হয়। মনোদ্বারে যেমন– চিন্ত

া উঠা, কথাবলা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদির ইচ্ছা জাগ্রত হয়। লৌকিক আচরণে বিভিন্ন প্রকার জন্ম জন্মের সংস্কার উৎপন্ন হয়। স্মৃতি বা বিদর্শন ভাবনায় নিরোধ হয়। এভাবে রূপের আচরণে সংস্কার সৃষ্টি হয় এবং লোকোত্তর বা বিদর্শন ভাবনায় রূপ নিরোধ হয়। সৃষ্টি সংস্কার জন্ম জন্মের রূপ হিসাবে পরিণত হয়।

বেদনা – স্পৃষ্ট আলম্বনের "রস বোধ" হচ্ছে বেদনা। আলম্বনের রসানুভব এর কৃত্য।

বেদনা – ৮৯ প্রকার চিত্তের সহজাত সুখ, দুঃখ শারীরিক এবং সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ও উপেক্ষা মানসিক বেদনারাশি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শরীরের ভিতরে বা বাহিরে, সূক্ষ্ম বা স্থূল, হীন বা উত্তম, দূরের বা কাছের একাদশ অবকাশে সমগ্র বেদনা-রাশির সমষ্টিগত নাম বেদনা স্কন্ধ। বেদনা স্কন্ধে সবসময় সংস্কার বিরাজমান থাকে।

সংজ্ঞা – চক্ষু সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, শ্রোত্র সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, জিহবা সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, কায় সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, মন সংস্পর্শজা সংজ্ঞা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাদশ অবকাশে উৎপন্ন ৮৯ প্রকার চিত্তের সহজাত সংজ্ঞা রাশির সমষ্টিগত নাম সংজ্ঞা স্কন্ধ। এটি সংস্কার পরিপূর্ণ অবস্থা।

সংস্কার– চক্ষু সংস্পর্শজা চেতনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজা চেতনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজা চেতনা, জিহবা সংস্পর্শজা চেতনা, কায় সংস্পর্শজা চেতনা, মন সংস্পর্শজা চেতনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ একাদশ বিভাগে বিভক্ত কম্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহারজ ভূমির চেতনা রাশি সমষ্টিগত নাম সংস্কার স্কন্ধ, যা' সংস্কারে পরিপূর্ণ।

বিজ্ঞান – চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহবা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, মনোধাতুও মনোবিজ্ঞান - ধাতু, কম্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার চারি ভূমির এ চিত্ত সমূহের সমষ্টিগত নাম বিজ্ঞান স্কন্ধ।

যাদের বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান নেই তাদের এ পঞ্চস্কন্ধকে শুভ, সুখ, নিত্য ও আত্মা মনে করে এতে আসক্ত হয়। এজন্য অভাবনাকারী, বিদর্শন ভাবনায় অজ্ঞানী ও পৃথকজনেরা পঞ্চস্কন্ধকে তাদের পঞ্চোপাদান স্কন্ধ হিসাবে মনে করে। দর্শন ও বির্দশন ভাবনায় যাঁরা অভিজ্ঞ সম্পন্ন তাঁরা পঞ্চোপাদান স্কন্ধকে পৃথকভাবে ভাগ করতে সমর্থ হন যেমন–২৮ প্রকার রূপ রূপোপাদান স্কন্ধ, বেদনা চৈতসিক-বেদনোপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা চৈতসিক - সংজ্ঞোপাদান স্কন্ধ এবং বাকী ৫০ প্রকার চৈতসিক সংস্কারোপাদান স্কন্ধ এবং ৮১ প্রকার লোকীয় চিত্ত বিজ্ঞানোপাদান স্কন্ধ।

ছয় দ্বার – চক্ষু দ্বার, শ্রোত্র দ্বার, ঘ্রাণ দ্বার, জিহবা দ্বার, কায় দ্বার ও মনোদ্বার।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ভাব আলম্বন গ্রহণের মধ্য দিয়ে চিত্ত-চৈতসিকের বাহির ও প্রবেশ পথ স্বরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মন প্রভৃতি দ্বার হিসাবে বুঝানো হয়েছে। চক্ষু - প্রসাদ রূপই চক্ষু দ্বার, শ্রোত্র – প্রসাদ রূপই শ্রোত্র দ্বার, ঘ্রাণ – প্রসাদ রূপই ঘ্রাণ দ্বার, রস–প্রসাদ রূপই জিহবা দ্বার, স্পর্শ প্রসাদ রূপই কায় - দ্বার। কিন্তু মনোদ্বার ভবাঙ্গোপচ্ছেদ বলেই বুঝতে হবে। কারণ চিত্তের বীথি - ভ্রমণ ভবাঙ্গোপচ্ছেদের মধ্য দিয়েই আরম্ভ হয়ে আবর্ত্তন-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এরপর কখনো এক দ্বারিক, কখনও পঞ্চদ্বারিক, কখনও ছয়দ্বারিক কখনওবা দ্বার বিমুক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত দ্বারে চিত্তোৎপত্তিতে অকুশল, কুশল, রূপ, অরূপ, বিপাক, ক্রিয়া, মার্গ, ফল ও হসিতোৎপাদ প্রভৃতি কৃত্য সম্পাদন করে।

ষড়বিধ আলম্বন – রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্প্রষ্ঠব্যালম্বন ও ধম্মালম্বন। তন্মধ্যে শুধু রূপই রূপালম্বন, শব্দই শব্দালম্বন, গন্ধই গন্ধালম্বন, রসই রসালম্বন, পদার্থের কঠিনতা-

কোমলতা, উত্তাপ-শৈত্য, গতি ভারিত্বই স্প্রষ্ঠব্যালম্বন। কিন্তু ধম্মালম্বন পুনরপি ছয় প্রকার, – প্রসাদ-রূপ, সূক্ষ্মরূপ, চিত্ত, চৈতসিক, নির্বাণ এবং প্রজ্ঞপ্তি। তন্মধ্যে চক্ষু-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন শুধু রূপ বা বর্ণ; তা আবার বর্তমান কালীয় যেমন-ভাবনায় কোন কিছু চক্ষু গোচর হলে দেখি দেখি বা দেখছি দেখছি বলে স্মৃতি করবে তা নীরবে বা সরবে। যা দেখা যায় তা সত্য। আর অতীতের কর্মবিপাকে তা আলম্বনাকারে হাজির হবেই। ঠিক অনুরূপভাবে শ্রোত্র দ্বারিক চিত্তের আলম্বন শব্দ। অতীতের কর্মবিপাকে শব্দ আসবেই। কাউকে বিরক্ত করার জন্য এ ধরনের শব্দ করা হয় না। যার শব্দ শোনার বিপাক তা নরক হোক বা স্বর্গ হোক শব্দ শোনা যাবে। ঘ্রাণ-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ। ভাবনা করার স্থানে কোন গন্ধ না থাকলেও যার গন্ধ পাবার বিপাক তার গন্ধ অনুভূত হবেই। জিহবা-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন রস যেমন স্বাদ- আস্বাদ অর্থাৎ জিহবার মধ্যে তিতা বা মিঠা বা টক অনুভূত হওয়া। পাঁচ প্রকার স্বাদ - আস্বাদ আছে। আবার কথা বলতে ইচ্ছা করা বা কথা বলা। কায়-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন স্প্রষ্ঠব্য। যেমন– কায়ায় যখন যেটি অনুভূত হয় তখন সেটা স্মৃতি করা। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা নয়। অনেকে না বুঝে কায়িক অনেক প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে যারা ঠিক ভাবে চলে বা চালায় তাঁদেরকে ভুল আচরণকারী হিসাবে মনে করে। দর্শন বা বিদর্শন জ্ঞানের অভাব হেতু এ অবস্থা হয়। ১। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা ও কায়া প্রভৃতি বিজ্ঞানাদি যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রভৃতি এক এক প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মনোধাতুত্রয় রূপাদি পঞ্চ আলম্বন গ্রহণ করে। বাকী কামাবচর বিপাক সমূহ এবং হসিতোৎপাদ-চিত্ত কামলোকের সব্বপ্রকার (ছয় প্রকার) আলম্বনই গ্রহণ করে। ২। দ্বাদশ অকুশল চিত্ত এবং জ্ঞান - বিপ্রযুক্ত কামাবচর জবন - চিত্ত লোকোত্তর আলম্বন - বজ্জিত সব্ব আলম্বন গ্রহণ করে। ৩। জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল - চিত্ত এবং পঞ্চম-ধ্যান

নামক অভিজ্ঞা-কুশল চিত্ত অর্হত্ব মার্গ ও ফল বর্জ্জিত সব্ব আলম্বন গ্রহণ করে। জ্ঞান - সম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়া-চিত্ত, ক্রিয়ার অভিজ্ঞা এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত যে কোন অবস্থায় সব্ব আলম্বন গ্রহণ করে। ৫। অরূপাবচর চিত্তের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপ ধ্যান-চিত্ত মহদগত আলম্বন গ্রহণ করে। ৬। অবশিষ্ট মহদগত চিত্ত সমূহের সকলেই প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন গ্রহণ করে। ৭। লোকোত্তর-চিত্ত সমূহ নির্বাণালম্বন গ্রহণ করে। এ সমস্ত বুঝা না গেলে নিজেকে শুদ্ধ করে নির্বাণ লাভে জন্ম সার্থক ও ধন্য করা সম্ভব নয়। তাই উপযুক্ত কল্যাণ মিত্রের আশ্রয় নিতে হয়। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বা স্থূল যে কোন আলম্বন বুঝে নির্দেশ দিতে পারেন এবং সাতগুন পরিপূর্ণ আছে তেমন আচার্যকে কল্যাণমিত্র হিসাবে লাভ করতে পারলে এবং এ রকম পারদর্শী কল্যাণমিত্রের নির্দেশমত আচরণে জীবন ধন্য করা সম্ভব। শুধু বড় বড় বিদেশী ডিগ্রী বা বড় বড় উপাধি প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলে হয় না, তাতে ভাষাগত দিক থেকে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। বুদ্ধের ধর্ম মানবের তখনই লাভ হয় যখন শুনেত্বা–ধারেত্বা ও চারেত্বা শুদ্ধ হয়।

দুর্বল ব্যক্তি যেমন একমাত্র যষ্টি অবলম্বনে উত্থিত হয়, তেমনি চিত্ত – চৈতসিকও তদ্রূপ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। যার অবলম্বনে যেই চিত্ত চৈতসিক উৎপন্ন হয় তাই সেই চিত্ত চৈতসিকের অবলম্বন। এ অবলম্বনে চিত্ত চৈতসিক যেন বুঝতে থাকে, এর অন্য নাম 'অবলম্বন'। এতে রমিত হয় বলে আলম্বন। বিচরণ করে বলে 'গোচর'। একে ভোগ করে বলে 'বিষয়' এবং চিত্ত–চৈতসিকের নিবাস –স্থান বলে 'আয়তন' নামে অভিহিত। বাস্তবিক এ 'আলম্বনই' 'চিত্ত চৈতসিকের কার্যক্ষেত্র'। একে বাদ দেয়া যায় না। আলম্বন ব্যতীত চিত্ত–চৈতসিকের অস্তিত্ব নেই। চিত্ত–চৈতসিক ব্যতীত আলম্বনের অস্তিত্ব নেই। বিদর্শন ভাবনায়ও আলম্বন প্রধান এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। সেই আলম্বন মতে ভাবনা করারই

হলো শুদ্ধ ভাবনা। কায়দ্বারে, বাক্যদ্বারে ও মনোদ্বারে যে আলম্বন সৃষ্টি হবে এবং সেই হিসাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা বাঞ্ছনীয়।

ছয় প্রকার বিজ্ঞান– চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহবা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞান।

চক্ষু, দৃশ্যমান রূপ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা' 'চক্ষু-বিজ্ঞান'। শ্রোত্র, শব্দ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা' 'শ্রোত্র বিজ্ঞান'। ঘ্রাণ (নাসিকা) গন্ধ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা' 'ঘ্রাণ বিজ্ঞান'। জিহবা, রস এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা' 'জিহবা-বিজ্ঞান'। কায়া, স্প্রষ্টব্য (কায়ার বিষয় যেমন-গরম, ঠান্ডা, দোলানো, নাচানি, টানানি ইত্যাদি) এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্তের উৎপত্তি হয় তা' 'কায় বিজ্ঞান'। বাস্তু, আলম্বন ও মনস্কার ইত্যাদির সম্মিলনের অনুভূতিকে বলা হয় 'মনো বিজ্ঞান'। এ সমস্ত বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার হেতু সম্প্রযুক্ত হয়ে যে বিপাক সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার থেকে মুক্ত রাখারই শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা আচরণ।

যখন কোন আলম্বন চোখে পড়ে বা চক্ষু দ্বারে উপস্থিত হয় তখন চিত্ত জানতে পারে যে, চক্ষু দ্বারেই আলম্বন উপস্থিত হয়েছে। এরূপ চিত্তের ঈদৃশ্য 'জাননই' চক্ষু বিজ্ঞান। চক্ষুদ্বারে আগত আলম্বনকে বিনা বাধায় আসতে দিয়ে গ্রহণ করে। চিত্তের এ নিষ্ক্রিয় গ্রহণ কার্যটি 'সম্প্রতীচ্ছ'। 'সমপ্রতীচ্ছ' কার্য সম্পাদনকালীন চিত্তের অবস্থাই 'সম্প্রতীচ্ছ–চিত্ত'। এ 'সম্প্রতীচ্ছ–চিত্ত' মনোরম বা অমনোরম আলম্বন নিষ্ক্রিয় ভাবেই গ্রহণ করে। চিত্ত ঐ রূপালম্বনকে (পূর্ব জ্ঞাত রূপালম্বনাদির সাথে তুলনা করে) পরীক্ষা করে। এটা চিত্তের সন্তীরণ কার্য এবং এ চিত্ত 'সন্তীরণ–চিত্ত'। এটা চিত্তের নিষ্ক্রিয় ও অপ্রতিরোধী অবস্থা এবং অতীতের বিপাক অবস্থা। এর 'চক্ষু–বিজ্ঞান', 'সম্প্রতীচ্ছ–চিত্ত', 'সন্তীরণ–চিত্ত' সবই বিপাক চিত্ত। তদ্রূপ শ্রোত্র–বিজ্ঞান, ঘ্রাণ–বিজ্ঞান,

জিহবা–বিজ্ঞান, কায়–বিজ্ঞান ও মনো–বিজ্ঞান সবই বিপাক চিত্ত।

স্পর্শ-চৈতসিক বিষয়। ত্বক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যগুণই স্পর্শ। দার্শনিক অর্থে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়া ও মনের সাথে তাদের স্ব স্ব বিষয়ের 'সম্মিলন–বোধই' স্পর্শ। ত্বক ইন্দ্রিয়ের সাথে ঐ বিষয়ের সম্মিলন হলেও যদি মন সেই সম্মিলনে যুক্ত হয় না, তবে 'সম্মিলন-বোধ' হয় না। তখন 'স্পর্শ' উৎপন্ন হয়েছে বলা যায় না। চক্ষু সংস্পর্শের উৎপত্তির জন্য চক্ষু + বর্ণ + মন + আলোকাদি প্রত্যয়সহ সম্মিলন আবশ্যক। এভাবে ছয়প্রকার স্পর্শহয়। যথা–চক্ষু সংস্পর্শ, শ্রোত্র সংস্পর্শ, ঘ্রাণ সংস্পর্শ, জিহবা–সংস্পর্শ, কায়া–সংস্পর্শ ও মন–সংস্পর্শ। স্পর্শ অর্থ ঘর্ষণাকার। সকল চিত্তে যে কোন আলম্বন সৃষ্টি হয় স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে। এ স্পর্শ সর্ব চিত্ত সাধারণ। স্পর্শ দ্বারা আলম্বনাকারে সংস্কার যেমন সৃষ্টি করা যায়, তেমনি উপযুক্ত কল্যাণমিত্র বা আচার্যের দর্শন লাভে সংস্কার নিরোধ করে নির্বাণও লাভ করা যায়।

বেদনা হল সৃষ্ট আলম্বনের 'রস–বোধ'। আলম্বনের স্বাদ–আস্বাদ ভোগ করা এর কৃত্য। সুখ দুঃখ সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ও উপেক্ষা ভেদে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের বেদনা আছে। কায়ন্দ্রিয় ও মনন্দ্রিয় ভেদে বেদনা পঞ্চবিধ। বেদনার দ্বারা সংস্কার সৃষ্টি হয় আবার বেদনার মাধ্যমে সংস্কার নিরোধ হয়। পরমার্থ কল্যাণমিত্রের দ্বারাই সংস্কার মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

সংজ্ঞা – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, কায়া ও মনোদ্বার পথে যখন কোন আলম্বন প্রতিভাত হয় তখন এ আলম্বন সম্বন্ধীয় জ্ঞানই সংজ্ঞা। আলম্বন সম্বন্ধে এটা প্রাথমিক জ্ঞান মাত্র। যতই ভাবনায় গবেষণা করে ততই গভীরে প্রবেশ করে। তখন 'বিজ্ঞান', 'অভীজ্ঞা', 'প্রজ্ঞা' প্রভৃতি আলম্বন জ্ঞানের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটে। সংজ্ঞা দ্বারা কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আলম্বনকে সংজ্ঞা মতে বুঝে ব্যবহার সংস্কার

নিরোধ করা যায়।

চেতনা – 'চেতেতী'তি চেতনা। যা চিন্তা করা হয় তা চেতনা। চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে নিজের মত করে আলম্বনে কাজ করার সুযোগ করে কার্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং কর্ম সিদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করে তা' সহজাত 'চেতনা'। লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই ছয়টি হেতু হতে যে কোন একটি চেতনা সংস্কাররূপে চিত্ত–সন্ততিতে জমা হয় এবং সুযোগ পেলে যুক্ত কম্মে পরিণত হয়। যখন চেতনা কুশলাকুশলে পরিবর্তিত হয় তখন 'নানা ক্ষণিক - চেতনা' হয়। কম্ম সম্পাদন কাল ও ফলোৎপত্তিকাল বিভিন্ন বলে এটা নানা ক্ষণিক। চেতনার দ্বারা যেমন কর্মফল উৎপন্ন হয় তেমনি চেতনার দ্বারা কর্মবিপাক নিরোধও করা যায়। উপযুক্ত কল্যাণ মিত্রের সাথে দর্শন হলে অবশ্য নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়।

তৃষ্ণা – আলম্বনের উপর ভিত্তি করে বেদনার দ্বারা তৃষ্ণা সৃষ্টি হয় ও কম্মে পরিণত হয়। এটা বেদনার উপনিশ্রয়। কাম–তৃষ্ণা, ভব–তৃষ্ণা ও বিভব–তৃষ্ণা প্রধানতঃ এ তিন প্রকারের তৃষ্ণা দেখা যায়। যে সমস্ত রূপ দেখা যায় এবং তা যদি সুন্দর হয়, আরও দেখার ইচ্ছা হয় তবে তাকে কাম তৃষ্ণা বলে। সেরূপ শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শ প্রভৃতি আলম্বন ভোগ করার প্রতি আসক্তিই কাম–তৃষ্ণা। এ সমস্ত তৃষ্ণার প্রতি আচরণে কামলোকে উৎপন্ন হবার সংস্কার উৎপন্ন হয়। কামভব, রূপভব ও অরূপভবে উৎপন্ন হবার জন্য যে প্রচেষ্টা তাই ভব তৃষ্ণা। রূপ ও অরূপ ধ্যান অর্থাৎ ভাবনা তৃষ্ণা মুক্ত নয়। কামতৃষ্ণার সাথে বিনাশ হলে হয় বিভব তৃষ্ণা।

বিতর্ক – চিত্ত বৃত্তি বা চৈতসিক যার আকর্ষণে চিত্ত ধ্যেয় বিষয় গ্রহণ করে। আলম্বন চিত্তকে আরোহণ করায় বিতর্কের কৃত্য।

বিতর্ক– ধ্যানাঙ্গ ও চৈতসিক। তাই এর কাজও ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমতঃ

ধর্মকে স্ত্যান–মিদ্ধ থেকে রক্ষা করে। স্ত্যান–মিদ্ধের গতি থেকে রক্ষা করে। যখন নির্বাণালম্বনে চেতনা নির্বাচনে পরিচালনা করে তখন বিতর্ক 'লোকোত্তর সম্যক–সংকল্প' নামে খ্যাতি পায়।

বিচার – এটা ধ্যানাঙ্গ ও চৈতসিক। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যে আলম্বন গ্রহণ করে সে আলম্বনের স্বভাব জানার জন্য তাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন হয়। অনুমজ্জন এর লক্ষণ হেতু প্রজ্ঞা–স্বভাব সম্পন্ন, বিচিকিৎসা বা সন্দেহকে দূরীভূত করে এমনকি যাদের বিচার করার ক্ষমতা আছে তারা অন্যের কথায় কর্ণপাত করেন না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য অন্য কারো আশ্রয় নিতে হয় না বা অন্য কারও উপমার প্রয়োজন হয় না। অনেককে দেখা যায় ভাবনাকারী বা অভাবনাকারীর কথার উদাহরণ দিতে। এ সমস্ত নিজের জ্ঞানের অভাব হেতু, সাধারণত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে অন্যের মত চলার অদক্ষতার লক্ষণ। যারা বিচার করতে চান তাদের উচিত আগে যে কোন আচরণ সম্পর্কে সুজ্ঞান লাভ করা। ধর্মজ্ঞান লাভ না করে ধর্মের বিচার করা ঠিক নয়। বিগত এক বৎসরেরও অধিক সময় কাল ধরে বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করছি। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে সামনে এসে প্রশ্ন রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। অনেকে পণ্ডিত সেজে পিছনে মিথ্যা বদনাম প্রচার করতে সামান্য মাত্র সংকোচবোধ করেন না, তাদের জন্য আমার পরামর্শ আপনারা বুদ্ধের সত্যধর্ম উপলব্ধি করুন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করুন। তাই সত্য ধর্ম না জেনে অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বদনাম প্রচার করে অন্তরায় সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

ধাতু –"অত্তনো সভাবং ধারেন্তী'তি ধাতুযো"। যারা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মার স্বভাব ধারণ করে না, তারা ধাতু। ধাতু আঠার প্রকার, – ১। চক্ষু, ২। শ্রোত্র, ৩। ঘ্রাণ, ৪। জিহ্বা, ৫। কায়, ৬। মনঃ ৭। রূপ, ৮। শব্দ, ৯। গন্ধ, ১০। রস, ১১। স্প্রষ্ঠব্য, ১২। ধর্ম, ১৩। চক্ষু বিজ্ঞান, ১৪। শ্রোত্র বিজ্ঞান, ১৫।

ঘ্রাণ বিজ্ঞান ১৬। জিহবা বিজ্ঞান, ১৭। কায় বিজ্ঞান ও ১৮। মনোবিজ্ঞান –ধাতু। দর্শন কার্যে সাহায্য করার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে। এজন্য চক্ষু প্রসাদই চক্ষু-ধাতু; শ্রোত্র প্রসাদ শ্রোত্র-ধাতু, ঘ্রাণ প্রসাদ ঘ্রাণ-ধাতু; জিহ্বা প্রসাদ জিহ্বা -ধাতু, কায় প্রসাদ কায়-ধাতু, পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ চিত্তদ্বয় মনোধাতু। এ ছয়টি 'আধ্যাত্মিক ধাতু'। রূপালম্বন রূপা-ধাতু, শব্দালম্বন শব্দ-ধাতু, গন্ধালম্বন গন্ধ-ধাতু, রসালম্বন রস-ধাতু, স্প্রষ্ঠব্যালম্বন স্প্রষ্ঠব্য-ধাতু, ধম্মায়তন ধম্ম-ধাতু। আয়তন অর্থ উৎপত্তি স্থান বা নিবাস স্থান। আয়তন ১২ প্রকার , ১। চক্ষু, ২। শ্রোত্র, ৩। ঘ্রাণ, ৪। জিহবা, ৫। কায়া, ৬। মনঃ, ৭। রূপ, ৮। শব্দ, ৯। গন্ধ, ১০। রস, ১১। স্প্রষ্ঠব্য, ১২। ধম্মায়তন। চক্ষু ও বর্ণ, দ্বার এবং আলম্বনের আকার, চক্ষু – বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি স্থান। এ প্রকারে শ্রোত্র ও শব্দ শ্রোত্র বিজ্ঞানের, ঘ্রাণ ও গন্ধ ঘ্রাণ বিজ্ঞানের, জিহবা ও রস জিহবা – বিজ্ঞানের, কায়া ও স্প্রষ্ঠব্য কায় –বিজ্ঞানের এবং মনঃ ও ধম্ম মনো বিজ্ঞানের আয়তন। এদের মধ্যে চক্ষাদি ছয়টি আধ্যাত্মিক বা দ্বার – ভূত ও দেহস্থ আয়তন এবং রূপাদি ছয়টি আলম্বন – ভূত বহিরায়তন। ৫২ প্রকার চৈতসিক, ১৬ প্রকার সূক্ষ্ম রূপ এবং নির্বাণ – এ ৬৯ ধম্মই ধম্মায়তন।

ইন্দ্রিয় হচ্ছে দেহ বা পঞ্চস্কন্ধ। আর্য ভূমি লাভ করতে হলে সর্ব প্রথম দেহের ইন্দ্রিয় সমূহ বুঝতে হবে। ইন্দ্রিয় ২২ প্রকার, ১। চক্ষু, ২। শ্রোত্র, ৩। ঘ্রাণ, ৪। জিহবা, ৫। কায়, ৬। স্ত্রী , ৭। পুরুষ, ৮।জীবিত, ৯। মন, ১০। সুখ, ১১। দুঃখ, ১২। সৌমনস্য, ১৩। দৌম্মনর্স্য, ১৪। উপেক্ষা, ১৫। শ্রদ্ধা, ১৬। বীর্য, ১৭। স্মৃতি, ১৮। সমাধি, ১৯। প্রজ্ঞা, ২০। অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবার চিন্তা, ২১। লোকোত্তর জ্ঞান, ২২। লোকোত্তর জ্ঞানী। দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের পর স্ত্রী বা পুরুষ। এ সপ্ত ইন্দ্রিয় জীবিতেন্দ্রিয় – প্রতিবদ্ধ। জীবিতেন্দ্রিয় যতদিন প্রবাহমান থাকে, সুখ- দুঃখাদি বেদনাও ততকাল বিদ্যমান

থাকে। সর্ববিধ বেদনাই দুঃখ। "সুখ বেদনাঠিতা সুখ, বিপরিণাম দুক্খা।" এ দুঃখ অতিক্রম করতে হলে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, অনুশীলনে এ গুলিকে ইন্দ্রত্বে পরিপুষ্ট করা অপরিহার্য। এদের ইন্দ্রত্ব লাভে উচ্চাশা নির্ধারণের শক্তি লাভ হয়,– অজ্ঞতাকে জ্ঞাত হবার সংকল্প জাগে। সংকল্পের ইন্দ্রত্ব অবস্থাই লোকোত্তরের প্রথম মার্গ, যা' স্রোতাপত্তিমার্গে উপনীত করে। এ মার্গ সেই পরিপক্ক জ্ঞান প্রদান করে, যা' "অঞ্ঞিন্দ্রিয়" এর পরেই স্থান পেয়েছে। এ "অঞ্ঞিন্দ্রিয়" অনুশীলনে "অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিয়ে", পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এটাই অর্হতের অবস্থা।

৮ম জীবিতেন্দ্রিয় দ্বিবিধ যথা রূপ ও অরূপ। ১৪শ উপেক্ষেন্দ্রিয় বেদনা চৈতসিক ;"তত্রমধ্যস্থতা" নামক শোভন চৈতসিক নহে। বিংশ "অজ্ঞাত – জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়" উচ্চতর জীবন অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন। ১ম হতে ১১শ ইন্দ্রিয় কম্মানুসারে অব্যাকৃত। ১৩শ ইন্দ্রিয় কম্মানুসারে অকুশল। ১০ম হতে দ্বাবিংশ ইন্দ্রিয় চৈতসিক। প্রথম সাতটি ইন্দ্রিয় রূপ এবং দশমটি (মনেন্দ্রিয়) বিজ্ঞান। অবশিষ্ট জীবিতেন্দ্রিয় রূপ এবং চৈতসিক। স্ত্রী ও পুরুষ ইন্দ্রিয় শুধু কামলোকে লাভ হয়। অরূপ লোকে রূপ জীবিতেন্দ্রিয় লাভ হয় না। পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট সত্ত্বে রূপারূপ উভয় জীবিতেন্দ্রিয় লাভ হয়।

চারি আর্যসত্য - যা' এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রতীত্য সমুৎপাদ – সেই সেই প্রত্যয় ধর্মের বিদ্যমানে এই এই উৎপদ্যমান উৎপন্ন হয়। এটাই প্রতীত্য সমুৎপাদ – নীতির বৈশিষ্ট। ১। অবিদ্যা, ২। সংস্কার, ৩। বিজ্ঞান, ৪। নাম–রূপ, ৫। ষড়ায়তন, ৬। স্পর্শ, ৭। বেদনা, ৮। তৃষ্ণা, ৯। উপাদান, ১০। ভব, ১১। জন্ম, ১২। জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

যেমন – ১---২ – অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার,

২---৩ – সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ;

৩---৪ –বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম–রূপ ;

৪---৫ – নাম–রূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন ;

৫ ---৬ – ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ ;

৬---৭ – স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা ;

৭---৮ – বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা ;

৮---৯ – তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান ;

৯---১০ –উপাদানের প্রত্যয়ে ভব ;

১০---১১ – ভবের প্রত্যয়ে জন্ম ;

১১---১২ –জন্মের প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি।

এ রূপে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। এটা প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি। এখানে প্রস্থান নীতি বা প্রত্যয় ২৪ প্রকার যথা – ১। হেতু, ২। আলম্বন, ৩। অধিপতি, ৪। অনন্তর, ৫। সমনন্তর, ৬। সহজাত, ৭। অন্যোন্য, ৮। নিশ্রয়, ৯। উপনিশ্রয়, ১০। পূর্ব্বজাত, ১১। পশ্চাজ্জাত, ১২। আসেবন, ১৩। কম্ম, ১৪। বিপাক, ১৫। আহার, ১৬। ইন্দ্রিয়, ১৭। ধ্যান, ১৮। মার্গ, ১৯। সম্প্রযুক্ত, ২০। বিপ্রযুক্ত, ২১। অস্থি, ২২। নাস্থি, ২৩। বিগত, ২৪। অবিগত। বৌদ্ধ দর্শন অভিধর্ম পিটকের সপ্তম খন্ডের নাম 'পটঠান' এর অর্থ প্রধান কারণ বা প্রকৃত কারণ। এর আলোচ্য বিষয় ২৪ প্রকার প্রত্যয়। প্রত্যয় অর্থও কারণ, হেতু, নিদান, উপকারক বা সাহায্যকারী। প্রত্যেক কারণের মুখ্য ও গৌণ ভেদে ফল দ্বিবিধ। নাম-রূপ সম্পর্কিত মুখ্য – ফলের প্রত্যয় - বিচারই পট্ঠানের আলোচ্য বিষয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এ ষড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়াজড়ের যাবতীয় ঘটনা, যাবতীয় জড়াজড় তাদের উপকরণে এদের উৎপত্তি, স্থিতি, এক নির্দিষ্ট বিধানে সম্পাদিত হচ্ছে। ঐ বিধান সমূহকে 'প্রত্যয়' বলে।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক ঘটনা চিন্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত, কিছুই খেয়ালের বশে বা বিনা কারণে সংঘটিত হয় না। এরূপে যে পূর্ব অবস্থার সহায়ে পরবর্তী অবস্থা উৎপন্ন হয় সেই পূর্ববর্তীটি 'প্রত্যয় – ধম্ম' এবং পরবর্ত্তীটি "প্রত্যয়োৎপন্ন – ধম্ম" এবং বিবিধ প্রক্রিয়ার সংসাধক "প্রত্যয়–শক্তি"। এ প্রত্যয় শক্তি ২৪ প্রকার প্রত্যয় এবং সংস্কার প্রত্যেয়োৎপন্ন ধম্ম। অবিদ্যা হেতু প্রত্যয় স্বভাব বিশিষ্ট হলে অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। কিন্তু অবিদ্যাকে যদি হেতু হতে না দিয়ে উপনিশ্রয়-প্রত্যয় আকারে ব্যবহার করা হয়, তবে কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। অবশ্য অবিদ্যা সম্পর্কে সংস্কার প্রত্যয়োৎপন্ন ধম্ম বটে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে সংস্কার প্রত্যয়-ধম্মই বিজ্ঞান সংস্কারের প্রত্যয়োৎপন্ন ধম্ম। এ রূপে যা একটি সম্পর্কে প্রত্যয়-ধম্ম, অন্যটির সম্পর্কে প্রত্যয়োৎপন্ন-ধম্ম। এ নীতিতে তিনকাল, দ্বাদশ অংগ, বিংশতি আকার, ত্রি –সন্ধি, চারি সংক্ষেপ (গুচ্ছ) ত্রি – বৃত্ত এবং (কম্মের) দুই মূল বুঝতে হবে।

তিনকাল – অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত কাল । বিজ্ঞান, নাম – রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব বর্তমান কাল। জন্ম ও জরা, মরণ প্রভৃতি অনাগত কাল।

যখন অবিদ্যা ও সংস্কার গ্রহণ করা হয় তখন তাদের সংগে তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব (উহ্যাকারে) গৃহীত হয়। যখন তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব গ্রহণ করা হয় তখন অবিদ্যা ও সংস্কার (উহ্যাকারে) গৃহীত হয়। যখন জন্ম, জরা, মরণ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয় তখন বিজ্ঞানাদির পঞ্চস্কন্ধও (উহ্যাকারে) গৃহীত হয়। এ প্রকারে হেতু ও ফল ;

অতীতে পঞ্চ হেতু, বর্তমানে পঞ্চফল

বর্তমানে পঞ্চহেতু, ভাবীকালে পঞ্চফল।

এ সমস্ত মিলে বিশুদ্ধ হবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেই ভূমি বিভাগ পরিপূর্ণ হয়। ভূমি বিভাগ পরিপূর্ণ হলেই মূল বিভাগ ও শরীর বিভাগ আস্তে আস্তে গঠন কাজ আরম্ভ হয়।

মূল বিভাগ

১। শীল বিশুদ্ধি ও ২। চিত্ত বিশুদ্ধি।

১। শীল বিশুদ্ধি – শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা ব্যতীত নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। তন্মধ্যে সম্যক বাক্য, সম্যক কম্ম ও সম্যক আজীব-শীল বিশুদ্ধি। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি-সমাধি বিশুদ্ধি। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প-প্রজ্ঞা বিশুদ্ধি। সেই হিসাবে শীল পরিপূরণে সম্যক বাক্য, সম্যক কম্ম ও সম্যক আজীব ব্যতীত শীল বিশুদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। জগতে যে কেহ যেভাবেই শীল পালন করুক না কেন এ তিনটি বিষয় আচরণ ব্যতীত শীল বিশুদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। এ বিষয় "বিশুদ্ধি" গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ভবাভবে বিচরণ পথে শীল আচরণের মাধ্যমে যখন বিশুদ্ধি পরিপূর্ণ হয় তখন চিত্তও বিশুদ্ধিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরিপূর্ণতা লাভে কার্যকারিতায় নির্বাণ পথে অগ্রসর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শীল বিশুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণ পথে অগ্রসর সম্ভব নয়। সম্যক বাক্য, সম্যক কম্ম ও সম্যক আজীব আচরণে শীল পরির্পূণতায় শীল বিশুদ্ধি আয়ত্ত হলে, চিত্ত সম্যক ব্যয়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি আচরণে যত্নবান হয়। তাই শীল পরিপূর্ণতায় চিত্ত বিশুদ্ধি আয়ত্ত্ব হয়। তখন আস্তে আস্তে চিত্ত নির্বাণের পথে অগ্রসর হয়।

শরীর বিভাগ

শীল ও চিত্ত বিশুদ্ধি পরিপূরণের মাধ্যমে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম স্বার্থক করার কর্ম আরম্ভ হয় এবং নির্বাণের শরীর গঠন হয়। নির্বাণের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসরতা আরম্ভ হয়। যেমন – নাম-রূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান, পচ্চয় পরিগ্রহ জ্ঞান, সংমর্শন – জ্ঞান, উদয় – ব্যয় জ্ঞান, ভঙ্গ – জ্ঞান,

ভয় – জ্ঞান, আদীনব – জ্ঞান, নির্বেদ – জ্ঞান, মুমুক্ষা – জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা – জ্ঞান, সংস্কার উপেক্ষা –জ্ঞান, অনুলোম – জ্ঞান, গোত্রভূ – জ্ঞান। এ গুলির উপর ভিত্তি করেই লোকোত্তর জ্ঞান লাভ হয়। তাতে দৃষ্টি বিশুদ্ধি, শংকাউত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি দর্শন হয়ে নির্বাণ সাক্ষাত হয়। এ প্রসঙ্গে "বিশুদ্ধি" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে সমস্ত অঙ্গ –প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হয়। এ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ভাবনাকারীরা তাঁদের কল্যাণমিত্র আচার্যের নিকট প্রকাশ করেন। যেমন–

১। ভাবনার সমস্ত বিষয় যেন ভাবনা থেকে সরে গেছে – এমনকি নিজেকে পর্যন্ত খুঁজে পায় না।

২। হঠাৎ যেন ভাবনা থেকে সরে গেছে – তাতে নিবিষ্ঠ থাকা গেল না।

৩। ভাবনার সমস্ত আলম্বন কর্ম সবই নিজের থেকে সরে গেছে।

৪। কিছুই যেন শরীরে নাই, শরীর থেকে সবই যেন কোথায় পরে গেল।

৫। হঠাৎ যেন বাতিটা নিভে গেল, তেমন অনুভূতি লাগল।

৬। আগুনের পোড়া জ্বালানোর থেকে যেন মুক্ত হলাম অনুভূতি লাগল।

৭। স্মৃতির বিষয় যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

৮। বেগবান অবস্থাকে যেন থামিয়ে দিল।

৯। নিজেকে কোথায় যেন বিলিন হয়েছে বুঝা গেল।

১০। নিজেকে হালকা মনে যেন বাতাসে ভাসছে – অর্থাৎ নতুন কি একটা অচেনা স্বদে নিমগ্ন হলো।

১১। নিজেকে কোন স্থানে বা জায়গায় রাখা সম্ভব নয় মনে হলো।

এ রকম উপলব্ধিতে ১ম ঃ নির্বাণ সাক্ষাতে নিজেকে লৌকিক

জগত থেকে লোকোত্তর মার্গে অর্পন করেন। এ অবস্থায়

চারি ধাতু দর্শনে স্রোতাপন্ন,

পঞ্চ স্কন্ধ দর্শনে স্রোতাপন্ন

দ্বাদশায়তন দর্শনে স্রোতাপন্ন,

চারি আর্যসত্য দর্শনে স্রোতাপন্ন,

কার্য – কারণ-নীতি দর্শনে স্রোতাপন্ন,

স্বভাবের লক্ষণ দর্শনে স্রোতাপন্ন,

অশুভ দর্শনে স্রোতাপন্ন,

অষ্টাদশ ধাতু দর্শনে স্রোতাপন্ন

মূল স্রোতাপন্ন তিন প্রকার – একবীজি , কোলংকোলং ও সত্তক্খত্ত স্রোতাপন্ন।

স্তর হিসাবে স্রোতাপন্ন তিন প্রকার – নিম্নস্তর, মধ্যমস্তর ও উত্তমস্তর স্রোতাপন্ন।

ক্ষণ ভেদে স্রোতাপন্ন তিন প্রকার – ক্ষণিক, দীর্ঘতম ও সমুচ্ছেদ স্রোতাপন্ন। তখন সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ তিনটি সংযোজন ছিন্ন হয়। অনন্ত জন্মের দুঃখ বিপাক নিরোধ হয় এবং সাত জন্মের মধ্যে অরহত হয়ে নির্বাণ লাভের হেতু হয়। বিদর্শন ভাবনায় আরো উন্নতি হলে কাম-রাগ ও ব্যাপাদ দু'টি সংযোজন অর্ধ ছিন্ন হয় তখন হয় সকৃদাগামী। আর একবার মাত্র জন্ম হয়ে নির্বাণ লাভ হয়। এভাবে অনন্ত জন্মকে এক জন্মে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

আরো বিদর্শন ভাবনায় উন্নতিতে কামরাগ ও ব্যাপাদ পুরা ছিন্ন হয় তখন অনাগামী লাভ হয়। এরপর একবার শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের এক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথা হতে নির্বাণ লাভ হয়।

আরো বিদর্শন ভাবনা আচরণে রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য

ও অবিদ্যা সংযোজন ছিন্ন হয়,তখন অরহত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাত পরিপূর্ণ হয়। উপাসক – উপাসিকা অরহত হয়ে থাকলে সুর্যোদয়ের সাথে সাথেই নির্বাণ লাভ হয়। ভিক্ষু–শ্রামণেরা অর্হত হলে যথায়ুস্কাল পরে নির্বাণ লাভ হয়। এভাবে জীবনের করণীয় কর্ম শেষ হয়।

আর্যমার্গ ক্রম বিন্যাস –

১। স্রোতাপত্তি লাভীদের –

১। ক্লেশ ধ্বংস হয় পাঁচটি যেমন - ১। দৃষ্টি, ২। বিচিকিৎসা,
৩। স্ত্যান, ৪। অহ্রী,
৫। অনপত্রপা।

২। আসব ক্ষয় হয় ১টি – ১। দৃষ্টাসব।

৩। উপাদান উচ্ছিন্ন হয় ৩টি – ১। দৃষ্টি উপাদান,
২। শীল ব্রত উপাদান
৩। আত্নবাদ উপাদান।

৪। নীবরণ বিলীন হয় ৩টি – ১। স্ত্যান-মিদ্ধ,
২। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য,
৩। বিচিকিৎসা।

৫। অনুশয় নিঃশেষ হয় ২টি – ১। দৃষ্টানুশয়,
২। বিচিকিৎসানুশয়।

৬। সংযোজন ছিন্ন হয় ৩টি – ১। সৎকায় দৃষ্টি,
২। বিচিকিৎসা,
৩। শীলব্রত পরামর্শ।

৭। অকুশল চিত্তলয় প্রাপ্ত হয় ৫টি –	১। লোভের দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিত্ত - ৪টি, ২। মোহের বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত - ১টি।

২। সকৃদাগামী লাভীদের –

১। ক্লেশ ধ্বংস হয় ২টি–	১। কামরাগ, ২। ব্যাপাদ (প্রতিঘ)।
২। আসব ক্ষয় হয় ১টি –	১। কামাসব।
৩। উপাদান উচ্ছিন্ন হয় ১টি –	১। কাম-উপাদান।
৪। নীবরণ বিলীন হয় ২টি –	১। কাম-ছন্দ, ২। ব্যাপাদ।
৫। অনুশয় নিঃশেষ হয় ২ টি –	১। কাম-রাগানুশয়, ২। প্রতিঘানুশয়।
৬। সংযোজন অর্ধেক ছিন্ন হয় –	১। কামরাগ, ২। ব্যাপাদ।
৭। অকুশল চিত্তলয় প্রাপ্ত হয় ২টি-	১। দ্বেষ প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্ত – ২টি।

৩। অনাগামী লাভীদের –

১। ক্লেশ ধ্বংস হয় ২টি –	১। মান, ২। ঔদ্ধত্য।
২। আসব ক্ষয় হয় ১টি –	১। ভবাসব।
৩। অনুশয় নিঃশেষ হয় ২টি –	১। ভব – রাগানুশয়, ২। মানানুশয়।
৪। সংযোজন ছিন্ন হয় ২টি –	১। কাম-ছন্দ, ২। ব্যাপাদ।

৫। অকুশল চিত্তলয় প্রাপ্ত হয় ৫টি	১। লোভের দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিত্ত–৪টি, ২। মোহের ঔদ্ধত্য – সম্প্রযুক্ত চিত্ত – ১টি।

৪। অরহত্ব লাভীদের –

১। ক্লেশ ধ্বংস হয় ১টি –	১। মোহ।
২। আসব ক্ষয় হয় ১টি –	১। অবিদ্যাসব।
৩। নীবরণ বিলীন হয় ১টি –	১। অবিদ্যা।
৪। অনুশয় নিঃশেষ হয় ১টি –	১। অবিদ্যানুশয়।
৫। চিত্তলয় প্রাপ্ত হয় ৬৯টি–	১। অকুশল – ৭টি, ২। কুশল – ৪২টি, ৩। ক্রিয়া – ২০টি।

তাই একমাত্র "বিদর্শন ভাবনা" বৌদ্ধ ধর্মে চারি আর্যসত্য। বিদর্শন ভাবনা ব্যতীত চারি আর্যসত্য বুঝা সম্ভব নয়। অতত্রব, বিদর্শন ভাবনায় চারি আর্যসত্য যেমন দর্শন হয় অন্যদিকে চারি আর্যসত্য উপলব্ধি ব্যতীত বিদর্শন ভাবনা হয় না। অতএব যার উপর ভিত্তি করে বিদর্শন ভাবনা আচরণ করতে হয়, তাই ভূমি বিভাগ। ভূমি বিভাগ ষোল প্রকার অংশ মিলে গঠিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি হল পঞ্চস্কন্ধ। এটি বিদর্শন ভাবনাকারী শরীরের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে নিজে নিজেই দর্শন করেন। এ জন্য ভাবনাকারীকে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া যেন নষ্ট না করে সম্যক ভাবে আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত সবকিছু বিষয় ভিত্তিক ব্যবস্থায় উপলব্ধি, তা উৎপত্তি ও নিরোধ এবং সঠিক কর্মদক্ষতা প্রভৃতি উপলব্ধি বা আয়ত্ব হলেই চতুরার্য সত্য দর্শন। এটা প্রত্যেকের জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রত্যেকে যাতে সঠিক উপলব্ধির অধিকারী হন, তাই কামনা করি।

উপসংহারে বলতে হয় যে, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব পারমী পূরণ করার প্রাক্কালে শেষ জন্মে তিনি মানব কুলে সিদ্ধার্থ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগ করে তিনি মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাবনার আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। পর পর দু'টি আশ্রমেই অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করলেন এ আচরণ নির্বাণের জন্য কোন কাজে আসবে না। এ সমস্ত আচরণ শমথ ভাবনার আচরণ এবং এ আচরণে নির্বাণের জন্য লাভ না হয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাই তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ছয় বৎসর পর্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করেও কোন ফল হয় নাই দেখে বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে ভাবনায় তিনি জানতে পারলেন বিদর্শন ভাবনাই একমাত্র নির্বাণের পথ।

বিদর্শন ভাবনার জন্য প্রয়োজন চারি আর্যসত্য। চারি আর্যসত্যের জন্য প্রয়োজন তিনটি বিভাগ। তিনটি বিভাগে ২৩টি অঙ্গ। এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শমথ ভাবনায় লেশমাত্রও নেই। তাহলে বুঝতে হবে যে, অকুশল বা কুশল কর্মের পথ বাদ দিয়েও ভাবনার কার্যক্রম পর্যন্ত বাদ দিতে হয় কারণ এ ভাবনার কার্যক্রম শমথ ভাবনা। কাজেই যে কেহ বিদর্শন ভাবনার পরিবর্তে বা বিদর্শন ভাবনার আগে বা বিদর্শন ভাবনার জন্য শমথ ভাবনা আচরণ করলে ভুল পথে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই বিদর্শন ভাবনা আচরণ করে কেহ উন্নত হয়েছেন এমন বিদর্শনাচার্য এর নিকট বিদর্শন ভাবনা আচরণ করা প্রত্যেকের উচিত। তবেই নির্বাণ লাভ হবে। তাই চারি আর্যসত্য নির্বাণের প্রয়োজনে অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ যেন কেহ না হারিয়ে লাভ করেন এবং তাই হোক। ভবাতু সব্ব মঙ্গলম।

সকল প্রাণী সুখী হউক।

বাংলাদেশে বিদর্শন ভাবনা পুনঃ প্রচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব কল্যাণমিত্র বিদর্শনাচার্য। তিনি একাধারে সদ্ধর্মের প্রশিক্ষক, আধ্যাত্মিক সাধক ও পরমার্থ জ্ঞানলাভী একজন সুপন্ডিত। তিনি ১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানাধীন বৈদ্যপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াতঃ জয়লাল বড়ুয়া ও মাতা প্রয়াতঃ শ্রীমতি ক্ষিরোদময়ী বড়ুয়া। কিশোর হতেই তাঁর তথাগত বুদ্ধ এবং বুদ্ধের ধর্মের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে তাঁরই বড় বোন আর্যমাতা, বিদর্শনাচার্য, প্রয়তাঃ রাণুপ্রভা বড়ুয়ার মাধ্যমে উপমহাদেশের খ্যাতিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ বিদর্শনাচার্য আর্যশ্রাবক প্রয়াতঃ বোধিপাল শ্রামণ মহোদয়ের সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁরই সান্নিধ্যে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে জীবনকে পরম সার্থকতায় পর্যবসিত করেছেন। উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্য থেকে বিদর্শন ভাবনা ও দর্শন জ্ঞানে পরিপূর্ণতার পর গুরুর নির্দেশে ১৯৯১ সাল হতে বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত গ্রামে-গঞ্জে বিদর্শন ভাবনার এক জোয়ার সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও পরমার্থজীবনের আলোকে **'সদ্ধর্ম পরিচিতি'** ও **'বিশুদ্ধি'** গ্রন্থ দুইটি সুধী সমাজের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তাঁরই আর একটি গবেষণালব্ধ গ্রন্থ **'চারি আর্যসত্য'**, যেখানে বুদ্ধের মূল ধর্ম 'চারি আর্যসত্য' আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শনাচার্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো কর্তৃক পরিচালিত ভারতের বুদ্ধ গয়ার আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র হতে ১৯৯৫ সালে 'হার্দিক সংবর্ধনা' প্রাপ্ত একজন প্রজ্ঞাবান পুরুষ। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও কেন্দ্র কর্তৃক সংবর্ধিত। বর্তমানে তিনি 'বোধিপাল আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা' কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বিদর্শনাচার্য।